অনাদিরাদি গুরু শ্রীশ্রীহংস ভগবান

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

আদি অন্তহীন ভগবান নারায়ণ শ্রীহরিই সর্বজীবের প্রভু এবং বিভু। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে তিনিই সর্বভূতে 'ক্ষর' — দেহ ও 'অক্ষর' অর্থাৎ জীবরূপে বর্তমান রহিয়াছেন। সগুণব্রহ্ম সনাতন পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ জ্যোতি হইতে সমুদ্ভুত ওই চতুর্ভুজ ভগবান শ্রীহরির মানসপুত্ররূপে সর্বপ্রথমে আবির্ভূত হন মহাপ্রজাপতি ব্রহ্মা। শ্রীভগবানের ইচ্ছায় ব্রহ্মা এই ব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টি প্রকরণ আরম্ভ করিলেন। যদিও পরমাত্মা স্বরূপ শ্রীভগবান হরিই হইলেন সর্বজীবের পরমাশ্রয় তথাপি সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করিবার জন্যে তিনিই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর রূপে ত্রিগুণাত্মক দেহ অবলম্বন করেন। শ্রীভগবানই বিশ্বের আদিকারণ ও পরাৎপর পরমেশ্বর। সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টিকর্তারূপে মহাপ্রজাপতি ব্রহ্মা পরমপিতার আসন অলঙ্কৃত করিয়া সৃষ্টির মানসে কঠোর তপস্যা করেন, সেই তপস্যার প্রভাবে এবং তপস্যার ফল শ্রীভগবানে অর্পিত হওয়ায় কল্পের প্রারম্ভে ভগবান শ্রীহরি নারায়ণ চতুঃসন রূপে উৎপন্ন হন। কুমার অবতার বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে সূত বলিয়াছেন —

শ্রীশ্রীহংস ভগবান

'স এব প্রথমং দেবঃ কৌমারং সর্গমাস্থিতঃ।
চচার দুশ্চরং ব্রহ্মা ব্রহ্মচর্য্যমখণ্ডিতম্।। (ভাঃ ১/৩/৬)

—অর্থাৎ, সৃষ্টির প্রারম্ভে শ্রীভগবান প্রথমে সনকাদি ঋষিগণরূপে ব্রহ্মার মানসপুত্র হইয়া অবতীর্ণ হন এবং ব্রাহ্মণরূপে জগতের শিক্ষার্থ অতি দুশ্চর অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিয়াছিলেন। পূর্বকল্পের মহাপ্রলয়ে যে আত্মতত্ত্বাদি বিনষ্ট হইয়া বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তাহা এই কল্পে পুনরায় শ্রীভগবান চতুঃসনরূপে মুনিঋষিগণকে সম্যক উপদেশ প্রদান করেন। নারদাদি ঋষি মুনিগণ সেই তত্ত্বোপদেশ শ্রবণ করিয়াই আত্মজ্ঞ হইয়াছিলেন। ওই চতুঃসনের উৎপত্তি বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে ব্রহ্মা ভগবৎধ্যানে পবিত্র হৃদয়ে নিষ্কাম ঊর্দ্ধরেতা সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার নামক মুনিগণকে সৃষ্টি করিলেন। (ইহারাই ''চতুঃসন'' নামে পুরাণে প্রসিদ্ধ) পরন্তু এই চতুঃসন ঋষিগণ সকল লোকে অনাসক্ত, প্রজাসৃষ্টি বিষয়ে উদাসীন, জগৎ প্রবৃত্তিমার্গে বীতরাগ হইয়া আজন্ম ব্রহ্মচারী রহিয়া একদা পরমপিতা কমলাসন ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া অনিত্য দুঃখময় এই সংসার সাগর হইতে পরিত্রাণের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে পর ব্রহ্মা তাহার উত্তরদানে অসমর্থ হইলেন কারণ, তখন তিনি সৃষ্টি-কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় তখন তাঁহার চিত্ত রজোগুণের প্রাধান্য হেতু চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত ছিল। সেই কারণে ব্রহ্মা প্রশ্নের উত্তরদানে অসমর্থ হইয়া তখন সমাধানের জন্য শ্রীভগবানের ধ্যান করিতে লাগিলেন এবং তখনই শ্রীভগবান ব্রহ্মার নিকট 'হংস' রূপে আবির্ভূত হইলেন। এক্ষেত্রে 'হংস' অর্থে হাঁস পক্ষী নহে। 'হংস' শব্দের অর্থ 'পরমহংস'। তারপর শ্রীভগবান এইরূপ পরমহংসাবস্থা প্রাপ্ত যতি বা মুনিরূপেই সনকাদি চতুঃসনের নিকট আবির্ভূত হইয়া আত্মতত্ত্ব বিষয়ক মোক্ষধর্মের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীগুরুগীতার একটি শ্লোকে শ্রীশঙ্কর শ্রীপার্বতীদেবীকে বলিলেন —

'পিণ্ডং কুণ্ডলিনী শক্তি পদং হংস মুদাহৃতম্।
রূপং বিন্দুরীতি জ্ঞেয়ং রূপাতীতম্ নিরঞ্জনম্।।

—অর্থাৎ কুণ্ডলিনী শক্তিকে 'পিণ্ড' বলে, হংসকে 'পদ' বলা হয়; 'বিন্দুই' রূপ আর রূপাতীত হইতেছেন নিরঞ্জন। সুতরাং ইহা হইতেই বোধগম্য হয় যে পরমাত্মা বা বিরাট 'হংস' পদে অধিষ্ঠিত হইয়া আত্মতত্ত্বে রূপে সত্তাংশে প্রকটিত হন এই সৃষ্টির মধ্যে। তাই শ্রীভগবান আত্মতত্ত্বমূলক নাম ধারণ করিয়া হংসপদে অধিষ্ঠিত হইয়া পরমহংস রূপে গুরুরূপে সনকাদির সম্মুখে অবতীর্ণ হইয়া আত্মযোগ উপদেশ দিয়াছিলেন। এই সময় হংসরূপে অবতীর্ণ শ্রীভগবানের স্বরূপ বোধগম্য করিতে না পারিয়া সনকাদি চতুঃসনগণ সেই দিব্যকান্তিধারী হংসরূপী শ্রীভগবানকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন— ''আপনি কে?'' এই প্রশ্নের উত্তরে সেই হংসরূপী শ্রীভগবান তখন সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমারকে পরমগুহ্য আত্মজ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলেন এবং সেই প্রসঙ্গে ব্রহ্মার নিকট জিজ্ঞাসিত তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তরও প্রদান

করিয়াছিলেন। অবতাররূপী ভগবৎসত্তার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইল যে কোনও সত্যতত্ত্বে উপনীত হইয়াই তাঁহার

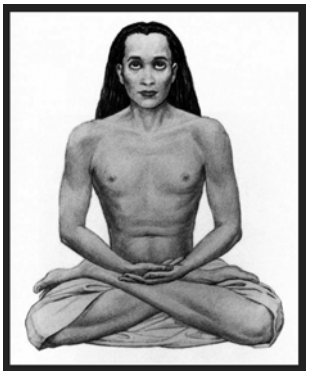

সর্বদা আবির্ভাব হয় এবং ভগবৎসত্তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে পূর্ণসত্যতত্ত্বের তটস্থ লক্ষণাদির স্বাভাবিক প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। ''হংস'' ভগবানের যে একটি নাম ইহা বহু পুরাণাদি ও শাস্ত্রের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। ''হংস'' শব্দের অর্থে ভগবান বা ''পরমাত্মা''-কেই বোঝায়। যথা —

'অচ্যুতং কেশবং বিষ্ণুং হরিং সত্যং জনার্দ্দনম্।
হংসং নারায়ণঞ্চৈব এতন্নামাষ্টকং শুভম্।।'

সনকাদি চতুঃসন ঋষিরাই হইলেন এই সৃষ্টিতে আত্মতত্ত্বের আদিগুরু। এই চতুঃসনের মধ্যে শ্রীসনৎকুমার হইলেন সর্বকনিষ্ঠ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ গুণবান। সনকাদি চতুঃসন ঋষিরাই ছিলেন ব্রহ্মাপুত্র নারদ ঋষির আদিগুরু। চতুঃসন ঋষিদিগের মধ্যে এই সনৎকুমারই হইলেন যোগীরাজ শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের সদ্‌গুরুদেব কৈলাস বিহারী মহাবতার শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের আদি পরিচয়। ইনিই পরবর্তীকালে যুগপ্রয়োজনে শিব-পার্বতীর পুত্র ''কার্তিকেয়'' ভগবান রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া তারকাসুর বধ করিয়াছিলেন। প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে ব্রহ্মাপুত্র 'নারদ' ঋষিই হইল শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের আদি পরিচয়।

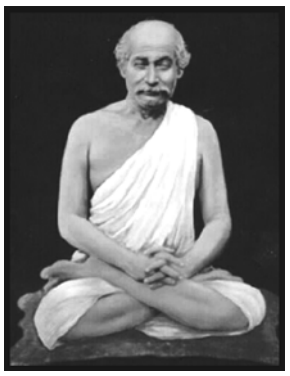

(*সহায়ক গ্রন্থ : শ্রীশ্রীগুরুগীতা ও শ্রীমদ্‌ভাগবত পুরাণাদি*)

—হরি ওম তৎ সৎ—